দৈনিক সংবাদ

15

তারিখ ... ... FEB 01 2000
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

ময়মনসিংহে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের বই বস্তা ভরে পাচার

ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌছার পূর্বেই বিভিন্ন স্থান থেকে বই সংগ্রহ করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বস্তায় ভরে রেলযোগে পাচার করা হচ্ছে। ফলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস হতে বই ছাত্রছাত্রীরের হাতে না গিয়ে পাচারকারীদের মারফতে বিনামূল্যের বই বাজারে চলে যাচ্ছে।

গত রোববার বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই পাচার হওয়ার সময় গৌরীপুর রেলস্টেশনে জিআরপি থানার পুলিশের সন্দেহ হলে বইয়ের বস্তা থেকে বই বের করে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন বই। পরে অনুসন্ধান করে জানা যায়, গত ৩০শে জানুয়ারি জারিয়াঝাঞ্জাইল রেল স্টেশন থেকে পুরাতন বই বলে ৯ বস্তা নতুন বই শ্যামগঞ্জ রেলস্টেশনে বুক করা হয়। পরে শ্যামগঞ্জ রেল স্টেশন হতে ২৭১নং আপ ট্রেনে এ ৯ বস্তা বই আর আর নং ১১২৯৫৬ মূলে চৌমুহনী রেল স্টেশনে বুক করা হয় এবং চৌমুহনী যাওয়ার উদ্দেশ্যে ২৭১নং ট্রেন থেকে গৌরীপুর রেল স্টেশনে বইগুলো নামানো হলে জিআরপি পুলিশের নজরে আসে। এছাড়া গত ২৮শে জানুয়ারি জারিয়াঝাঞ্জাইল রেল স্টেশন থেকে গেন্ডারিয়ায় ১০ বস্তা বই বুক করা হয় ২৭১নং আপ ট্রেনে। পরে শ্যামগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে ৪৪নং আপ ট্রেন মহুয়া এক্সপ্রেসের মাধ্যমে গন্তব্যস্থলে পাঠানো হয়। এছাড়া এর আগেও ১০ বস্তা বই রেলের মাধ্যমে বুক করে পাচার করা হয়। সংঘবদ্ধ এ বই পাচারকারীরা জারিয়াঝাঞ্জাইল রেল স্টেশনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই পাচারের নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে।

একটি শক্তিশালী চক্র এ বই পাচারের সাথে জড়িত রয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। জারিয়াঝাঞ্জাইল রেল স্টেশন থেকে ৩বারে প্রায় ৩০ হাজার বই বস্তায় ভরে পুরাতন বই হিসেবে পাচার করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যের বই চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম। সেই স্থানে এ অঞ্চল থেকে বস্তার পর বস্তা বই পাচার হয়ে যাচ্ছে। ফলে এ অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।